কলিকাতা হাই কোর্ট

সম্মাননীয় বিচারক **:শুভেন্দু সামন্ত, বিচারপতি**

দেবজিৎ প্রধান বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

সি আর আর ২৯২৮/২০১৮, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ১২/১২/২০২২

ফৌজদারি কার্যবিধি (২/১৯৭৪), ধারা ৪৮২-কার্যধারা বাতিল-প্রতারণা এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সম্পত্তি সরবরাহের জন্য অসৎ প্ররোচনার অভিযোগ।-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চুক্তিভিত্তিক চুক্তির ভিত্তিতে তাকে গচ্ছিত অর্থ ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ-এফআইআরে এমন কিছু নেই যা দেখায় যে অভিযুক্ত বা তার পূর্বসূরীর অভিযোগকারীকে তহবিল সরবরাহের জন্য প্রতারিত করার কোনও অভিপ্রায় ছিল না-মামলার চার্জশিট অভিযুক্তের অপরাধমূলক অভিপ্রায় প্রকাশ করে না-অভিযুক্তের মেন্স রিয়ার অনুপস্থিতি-কার্যধারা বাতিল করা হয়। দণ্ডবিধি (৪৫/১৮৬০), ধারা ৪২০, ধারা ৪০৬ -

(অনুচ্ছেদ ১৮,১৯,২০)

উদ্ধৃত মামলাঃ **কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**

এ আই আর অনলাইন ২০২২ সি. এ. এল ৩৮৯ পারা নং। (১১)

এ আই আর অনলাইন ২০০৪ এস সি ২০৭ পারা নং (১৭)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষেঃ জয়ন্ত সামন্ত, কে সামন্ত।

প্রতিবাদীর পক্ষেঃ নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়াল, প্রতীক বোস।

1.**আদেশঃ- বিধাননগর থানা** মামলা নং ৬৮/২০১৬ তারিখ ০৬.০৪.২০১৬ থেকে উদ্ভূত একটি কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারার সাথে পঠিত ধারা ৪৮২ এর অধীনে এটি একটি আবেদন। আইপিসির ৪২০/৪০৬ ধারা তে বিধাননগর উত্তর ২৪ পরগনার লার্নড অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জি আর কেস নং ২৮৩/২০১৬ বিচারাধীন রয়েছে।

2. মামলার সংক্ষিপ্ত ঘটনা হল যে আবেদনকারীর পূর্বসূরি বিরোধী পক্ষ নং-২ (কার্যত অভিযোগকারী)এর সাথে লিইভ এবং লাইসেন্স চুক্তি করেছিলেন যে তাকে আবাসিক প্রাঙ্গনের নিচতলার একটি অংশ ভাড়ায় ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হল , প্রথমে ১১ মাসের জন্য এবং তারপরে এটি সময়ে সময়ে বাড়ানো হয়েছিল।আবেদনকারীর পূর্বসূরি মারা যান এবং সম্পত্তিটি বর্তমান আবেদনকারীর উপর হস্তান্তর করা হয়।

3. বিপরীত পক্ষের নং২ , সুদমুক্ত জামানত হিসাবে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা দখল নেওয়ার সময় আবেদনকারীর পূর্বসূরীর কাছে জমা করেন।এই বিষয়ে একমত হয়েছিল

যে, ভাড়া করা জায়গা খালি করার সময় নিরাপত্তাজনিত আমানত কার্যত ফেরত দেওয়া হবে।বিপরীত পক্ষের নং 2 আবাসিক অংশটি খালি করলেও আবেদনকারী জামানত ফেরত দেননি।বিপরীত পক্ষের নং 2 তাই বিধাননগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এবং এই মামলাটি শুরু করা হয়।

4. বর্তমান এ আবেদনকারী ইউ/এস ৪২০/৪০৬ আই পি সি র বিরুদ্ধে চার্জশিটে পুলিশের তদন্ত শেষ হয়েছে।

5. তাই ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য এই পুনর্বিবেচনা ।

6. আবেদনকারীর পক্ষে মাননিয় আইনজীবী এই আদালতে পেশ করেছেন যে মাননিয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না।বিপরীত পক্ষের নং২ লিইভ এবং লাইসেন্স চুক্তির শর্তাবলী লঙঘন করেছে যার জন্য জামানত ফেরত দেওয়া হয়নি।তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ও পি নং ২ বাড়ি খালি করার সময় ভাড়া করা অংশের ব্যাপক ক্ষতি করেছিল।লিইভ এবং লাইসেন্স চুক্তি সম্পাদনের সময় পক্ষগুলি একমত হয়েছিল যে যদি ও পি নং ২-এর কারণে যদি কোনও ক্ষতি হয় তাহলে ও পি নং ২ র দ্বারা উক্ত ক্ষতি মেরামত হবে। ও পি নং ২ যদি তা না করা হয়, তাহলে সুরক্ষা আমানত থেকে মেরামতের খরচ বহন করা হবে।

7. তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে ওপি নং।২ চুক্তির শর্তাবলী লঙঘন করেছে যার জন্য তিনি চুক্তির ভিত্তিতে কোনও সুরহা পাওয়ার অধিকারী নন।আবেদনকারীর আরও যুক্তি হল যে, পুলিশ দায়সারাভাবে তদন্ত করেছে, তাই তাৎক্ষণিক ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল হতে পারে।

8. বেসরকারী প্রতিবাদী জানানো সত্ত্বেও উপস্থিত হয়নি।

9. রাজ্য সরকার উপস্থিত হয় এবং প্রমাণের মেমো সহ সিডি জমা দেয়।

10. লার্নড স্টেট অ্যাডভোকেট যুক্তি দিয়েছিলেন যে যেহেতু চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে, তাই এই পর্যায়ে কার্যধারায় হস্তক্ষেপ করার খুব কম সুযোগ রয়েছে।

11. মাননীয় আইনজীবীর দ্বারা উপস্থাপিত উদ্ধৃতিটি শুনলাম, ২০২২ এস. সি. সি অনলাইন সি. এ. এল.-২০৭৬ -এ এবং আবেদনকারীর জন্য মাননীয় আইনজীবীর রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ **করেছি(এ আই আর** অনলাইন ২০২২ সিএএল ৩৮৯) (পবন কুমার শেঠিয়া এবং অন্যান্ বনাম।পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অনান্য.)
উদ্ধৃত রায়ের ১৭ নং অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপঃ

12. বিভিন্ন সিদ্ধান্ত থেকে এটা পরিষ্কার যে আদালতকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে ফৌজদারি মামলাটি হয়রানির হাতিয়ার হিসাবে বা অন্য পক্ষকে চাপ দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় নি।প্রতিটি আবেদনকারী অর্থাৎ আবেদনকারী নং ২ ও ৩ কী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাও এফআইআর এ প্রকাশিত হয়নি যাঁরা গৃহবধূ এবং আবেদনকারী নং ১/ফার্ম - অংশীদার ও জালিয়াতির অপরাধের ক্ষেত্রে প্রতারণার উদ্দেশ্যে মূল্যবান নিরাপত্তা।তদন্তের সময় পুলিশ কোনও জাল নথি

বাজেয়াপ্ত করেনি।চার্জশিট চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা এবং তার লঙ্ঘন প্রকাশ করে, যার প্রতিকার দেওয়ানি আদালতে পাওয়া যায়।বর্তমান আবেদনকারীরা আইপিসি-র ৪০৬/৪২০/৪৭১/৪৬৮/৫০৪/৫০৬/১২০ বি ধারার অধীনে অপরাধ করেছেন এমন কোনও প্রাথমিক প্রমাণ নেই। অংশীদারিত্ব সংস্থাটিকে এই মামলায় অভিযুক্ত করা হয়নি।পরোক্ষ দায়বদ্ধতার ধারণাও আইপিসির অধীনে পাওয়া যায় না। তদনুসারে ফৌজদারি কার্যধারার ধারাবাহিকতা আদালতের প্রক্রিয়ার নিছক অপব্যবহার হবে।

13. ২০১২ সালের ১লা জানুয়ারির লিইভ ও লাইসেন্স চুক্তিটি আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে সংযুক্তি হিসেবে। কারণ চুক্তির সময় অনুচ্ছেদ ২৩এ (ii) এবং (iii) উল্লেখ করা হয়েছে।

(ii) যদি লাইসেন্সধারীকে প্রাঙ্গণ খালি করতে হয় বা লাইসেন্সদাতার পক্ষ থেকে কোনও লঙ্ঘন এবং/অথবা খেলাপির কারণে এর ব্যবহার বন্ধ করতে হয়, (যা তফসিলি প্রাঙ্গণকে যথেষ্ট পরিমাণে অক্ষম করে তোলে)এবং লাইসেন্সর, এই বিষয়ে লাইসেন্সীর কাছ থেকে নোটিশ প্রাপ্তির 15 দিন পরে এই ধরনের লঙ্ঘন/ডিফল্টের প্রতিকার করতে ব্যর্থ হবেন, তারপর এবং সেই ক্ষেত্রে লাইসেন্সর লাইসেন্সীকে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দেবেন।নির্ধারিত প্রাঙ্গনে লাইসেন্সধারীর দ্বারা সম্পাদিত মেরামত এবং সংস্কারের কাজ।

(iii) বিকল্পভাবে, লাইসেন্সধারী নির্ধারিত প্রাঙ্গণের ক্ষেত্রে লাইসেন্সদাতাকে লিখিতভাবে দিয়ে অবিলম্বে এই চুক্তি বাতিল করার অধিকারী হবেন।অথবা এর কোনও অংশ পূর্বোক্ত হিসাবে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং লাইসেন্সদাতার কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য নির্ধারিত প্রাঙ্গণের দখল হস্তান্তর করবে।লাইসেন্সধারী একটি একক কিস্তিতে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা আমানতের পরিমাণ ১,৪৪,০০০ টাকা (মাত্র এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা)।

14. সিডি টি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে আবেদনকারী এবং বিরোধী পক্ষ নং- ২ এর মধ্যে ই-মেইলের মাধ্যমে বিভিন্ন চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছিল মেরামত কাজের খরচ এবং লিইভ ও লাইসেন্স চুক্তির মানার ক্ষেত্রে।এটি আরও প্রতীয়মান হয় যে কোনও সময়ে পক্ষগুলোর মধ্যে কিছু সমঝোতা হয়েছিল।তবে, চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি।

15. তদন্ত চলাকালীন পুলিশ বর্তমান আবেদনকারী আই পি সি র ৪২০/৪০৬ ধারা র দ্বারা সংঘটিত কথিত অপরাধের বিষয়ে উপকরণ সংগ্রহ করেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন, লিইভ এবং লাইসেন্স চুক্তির অনুলিপি সংগ্রহ করেন এবং কিছু ও পি নং ২ এর কর্মচারীদের পরীক্ষা করা হয়েছে।পুলিশ উভয় পক্ষের মধ্যে আদান-প্রদান করা ই-মেইলের অনুলিপি সংগ্রহ করেছে।তদন্তের পর পুলিশ বর্তমান আবেদনকারী ইউ/এস ৪২০/৪০৬ আইপিসির বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছে।

16. আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, বর্তমান মামলাটি আইপিসির ধারা ৪২০/৪০৬ -এর অধীনে কোনও অপরাধ নয়, আইপিসির ধারা ৪২০ তে প্রতারণা এবং অসততা প্ররোচিত করে সম্পত্তি সরবরাহের শাস্তি।আইপিসি ধারা-৪২০ হল আইপিসি ধারা ৪১৭ (প্রতারণার শাস্তি)-এর বর্ধিত রূপ।

প্রতারণাকে আইপিসির ৪১৫ ধারা অনুসারে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

415। প্রতারণা ।যে কেউ, কোনও ব্যক্তিকে প্রতারিত করে, প্রতারণামূলকভাবে বা অসৎভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে কোনও ব্যক্তির কাছে কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করতে প্ররোচিত করে, বা সম্মতি দেয় যে কোনও ব্যক্তি কোনও সম্পত্তি নিজের নামে রাখে।, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে এমন কিছু করতে বা বাতিল করতে প্ররোচিত করে যা সে করবে না বা বাদ দেবে না যদি সে প্রতারিত না হয়, এবং যে কাজ বা বাদ দেওয়া সেই ব্যক্তির শরীর, মন, সুনাম বা সঠিকভাবে ক্ষতি বা ক্ষতি করে বা হতে পারে, তাকে "প্রতারণা" বলা হয়।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার অর্থের মধ্যে একটি অসৎ তথ্য গোপন করা প্রতারণা।

16. এই বিভাগের দুটি অংশ রয়েছেঃ

প্রথম অংশে ব্যক্তিকে অবশ্যই 'অসৎভাবে' বা 'প্রতারণামূলকভাবে' অভিযোগকারীকে কোনও সম্পত্তি সরবরাহ করতে প্ররোচিত করতে হবে; দ্বিতীয় অংশে, ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে অভিযোগকারীকে কোনও কাজ করতে বা বাতিল করতে প্ররোচিত করতে হবে।সুতরাং, প্রতারণার অপরাধের একটি অপরিহার্য উপাদান হল দোষী হওয়ার অভিপ্রায়।

17.অনিল মহাজন বনাম ভোর ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড মামলায় সুপ্রিম কোর্ট [(২০০৫) ১০এসসিসি২২৮:(এ. আই. আর. অনলাইন **২০০৪ এস. সি ২০৭)]** বলেছে যে

"পরবর্তীকালে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে একজন ব্যক্তির নিছক ব্যর্থতা থেকে শুরু করে, শুরুতে দোষী উদ্দেশ্য অনুমান করা যায় না।নিছক চুক্তি লঙ্ঘন এবং প্রতারণার অপরাধের মধ্যে একটি পার্থক্য মনে রাখতে হবে।এটি প্ররোচনার সময় অভিযুক্তের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে।পরবর্তী আচরণ একমাত্র পরীক্ষা নয়।কেবল চুক্তি লঙ্ঘন প্রতারণার জন্য ফৌজদারি বিচারের জন্ম দিতে পারে না যদি না লেনদেনের শুরুতে প্রতারণামূলক, অসৎ উদ্দেশ্য দেখানো হয়।

18.এফ. আই. আর-এর বাস্তবতা হল যে, বর্তমান আবেদনকারী ইচ্ছাকৃতভাবে জামানত ফেরত দেননি, যদিও ও পি নং ২ জায়গাটি খালি করে দিয়েছে।আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে আবেদনকারী নিজের ব্যবহারের জন্য তহবিলের অপব্যবহার করেছেন।এফআইআর-এ এমন কিছু নেই যা প্রাথমিকভাবে লিইভ এবং লাইসেন্স চুক্তি সম্পাদনের সময় আবেদনকারী বা তার পূর্বসূরি কোন প্রকৃত অভিযোগকারীকে প্রতারিত করে তহবিল (সিকিউরিটি ডিপোজিট) সরবরাহ করার অভিপ্রায়।মেন্স রেয়া হল আই. পি. সি-র ৪২০ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। এফআইআর এবং এই মামলার চার্জশিট আবেদনকারীর অপরাধমূলক উদ্দেশ্য প্রকাশ করে না।

19.বর্তমান ক্ষেত্রে সম্পত্তি, অর্থাৎ নিরাপত্তা আমানত একটি চুক্তিভিত্তিক চুক্তির ভিত্তিতে আবেদনকারীকে অর্পণ করা হয়েছিল।এই বর্তমান মামলায় প্রকৃত অভিযোগকারীর দ্বারা

চুক্তি লঙ্ঘন সুস্পষ্ট।চুক্তির ভিত্তিতে প্রাপ্ত তহবিলের অর্থ ফেরত না দেওয়া চুক্তি একটি ফৌজদারি দায়বদ্ধতার জন্ম দেয় না যখন অভিযোগ থাকে যে এর শর্তাবলী প্রকৃত অভিযোগকারী চুক্তি মানেন না।আবেদনকারীর মেন্স রেয়া র অনুপস্থিতি রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে ধ্বংস করে দেয়।

20.এই বিষয়টি বিবেচনা করে আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রকৃত অভিযোগকারীর বর্তমান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য মামলা করার কিছু অধিকার থাকতে পারে তবে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি দায়বদ্ধতা আকৃষ্ট করা যাবে না।

21. বর্তমান ক্ষেত্রে, একই বিষয় বিবেচনা করে, আমি এই ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার যোগ্যতা খুঁজে পাই।

22. অতএব, এই ফৌজদারি মামলার পুনর্বিবেচনার অনুমতি দেওয়া হয়।

23. বিধাননগর থানা মামলা নং 2016 সালের 68 তাং 06.04.2016 বিধাননগর উত্তর 24 পরগনার লার্নড অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন নম্বর আই. পি. সি-র 420/406 ধারা যা থেকে 2016 সালের জি. আর মামলা 283-এর জন্ম দেয়।

24. বিচারাধীন সি আর এ এন আবেদন, যদি থাকে, তাও নিষ্পত্তি করা হয়।

সেই অনুযায়ী আদেশ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.